الخطيب: فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله

موضوع الخطبة: الخصائص الثلاثون لشهر رمضان (2)

لغة الترجمة: البنغالية

المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق

الإيميل: rashidlutful@gmail.com

https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ **রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যসমূহ**

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

১৯- রমজান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি এমন একটি মাস যাতে প্রচুর পরিমাণে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব। নবীর সুন্নাত অনুসরণ করে রমযানে সালাফগণ কুরআন খতম করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। কেননা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাকে প্রতি বছর রমযানে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

২০- রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার ও তার গুনাহের কাফফারার জন্য সুপারিশ করবে। আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফা‘আত কবূল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে)[1]।

২১- রামাযানের একটি বৈশিষ্ট্য হল রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

(1) আহমাদ (২/১৭৪), এবং আলবানী এটিকে সহীহুত তারগীব গ্রন্থে (৯৮৪) ও সহীহুল জামি গ্রন্থে (৭৩২৯) সহীহ বলেছেন।

ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ [1] আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট) [2]।

২২- রামাযানের একটি বৈশিষ্ট্য হল রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে) [3]।

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে রমজানের রোযা রাখতে সাহায্য করেন, যেভাবে তাঁকে খুশি করে, এবং তাঁকে স্মরণ করতে, তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে এবং উত্তমরূপে ইবাদত করতে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা মহা গ্রন্থ কুর আনের বরকত আমাকে ও আপনাদেরকে দান করুন

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমত রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং আপনাকে উপকৃত করুন। এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

২৩- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই মাসেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (রামাযান হচ্ছে সেই মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে)। এবং রামাযানের লাইলাতুল কদরে এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (লাইলাতুল কদরে আমি এই কুরআন নাযিল করেছি)। এই রাতটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এ রাতেই কুরআন মাজীদকে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হয়। তারপর সেখান থেকে অল্প-অল্প করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠানো হতে থাকে।

এ রাতটি অতিশয় সম্মানিত ও মহিমান্বিত রাত, তাই একে "লাইলাতুল কাদর" বলা হয়।

কেউ কেউ আবার বলেন প্রতি বছর কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটবে এই রজনীতে তা স্থির করা হয় বলে একে "লাইলাতুল কাদর" বলা হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (এই রজনীতে

([1]) পেট খালি থাকার কারণে এ গন্ধ হয়ে থাকে।

([2]) বুখারী (১৯০৪), মুসলিম (১১৫১)।

([3]) বুখারী (১৯০৪), মুসলিম (১১৫১)।

প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়)। ইবনুল কাইয়্যিম রহ বলেন এটাই বিশুদ্ধতম মত[1][2]।

আল্লাহ তা'আলা এ রাতকে বরকতময় বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেনঃ (আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে)[3]।

২৪- রমজানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদরে ইবাদত করবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নামাযের মাধ্যমে এবং আল্লাহ তা'আলা এই মহান রাত্রিতে অবস্থানকারীদের জন্য যে সওয়াব নির্ধারিত করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস রেখে ও সওয়াবের আশায় এ রাতে জাগ্রত থাকবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদ্রে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে)[4]।

২৫- রমজানের একটি বৈশিষ্ট্য হল লাইলাতুল ক্বদরে রাত জেগে ইবাদাত করা হাজার মাস ইবাদত করার চেয়ে উত্তম, অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে তা জাগরণ করার ফলে যে সওয়াব পাওয়া যায় তা তিরাশি বছর ইবাদতের সওয়াবের চেয়েও বেশি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেঃ (তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তা'আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাস আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল)[5]।

শাইখ ইবনে সাদী বলেছেন: এটি এমন একটি বিষয় যা মনকে বিস্মিত করে, কারণ আল্লাহ এই জাতিকে এমন একটি রাত দান করেছেন যেটিতে ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। একজন দীর্ঘজীবী মানুষের আয়ুর চেয়েও বেশি!

২৬- রমাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। আর ই'তিকাফ হচ্ছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদকে আঁকড়ে ধরা।

নাবী সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

(1) শিফাউল আলীল (১/১১০)।

(2) এ দুটি উক্তি শাইখ সালিহ ফাওযানের আহাদীসুস সিয়াম গ্রন্থে (পৃঃ ১৪০) উল্লেখ রয়েছে। মুফাসসিরগদণের নিট এ উক্তি দুটি খুবই প্রসিদ্ধ।

(3) রামাযানের শেষ দশকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুতবা প্রস্তুত করার আল্লাহ যেন তাওফিক দান করেন।

(4) বুখারী (১৯০১), মুসলিম (৭৫৯)।

(5) নাসাঈ (২১০৬), আবু হুরাইরা থেকে, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

রমাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল) [1]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইতিকাফের উদ্দেশ্য ছিল লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান করা। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এ রাতের অনুসন্ধানকল্পে আমি (রমাযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। অতঃপর মাঝের দশকে ইতিকাফ করলাম। এরপর আমার নিকট একজন আগন্তুক (লোক) এসে আমাকে বলল, লায়লাতুল কদর শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে) [2]।

২৭- এই মাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে সওমকে পবিত্র করার এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য এই মাসের শেষে যাকাতুল ফিতরের বিধান প্রদান করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর ফারয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমাযানের) সওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য) [3]।

২৮- রমাযান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, আল্লাহ এর পর ঈদের অনুষ্ঠান নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য দুটি মহান ইবাদত পালনের পর দুটি উৎসব নির্ধারণ করেছেন, যেটি হল রমজানের রোযা রাখা এবং হজ। তাই মুসলমানরা এতে জুমুআর চেয়ে বেশি সংখ্যায় একত্রিত হয়। এতে তাদের শক্তি প্রদর্শিত হয়, এবং এই উৎসবের প্রতি তাদের গর্ব প্রকাশ পায়, এবং তাদের প্রাচুর্য জানা যায়, তাই প্রত্যেকের জন্য এমনকি ছেলে, মহিলার জন্যও বাইরে যাওয়া মুস্তাহাব। এমনকি ঋতুমতী মহিলারাও বাইরে যান এবং মুসলমানদের কল্যাণ ও দুআই যোগদান করেন।

ঈদে আল্লাহর অনুগ্রহের পূর্ণতা, মাসের সমাপ্তি, ঈদের আবির্ভাব এবং তাঁর রহমতের পরিপূর্ণতার কারণে, মুসলমানদের খুশী ও আনন্দ প্রকাশ পায়[4]।

যেমন আল্লাহ মুসলমানদের জন্য হজের শেষে ঈদুল আযহা নির্ধারণ করেছেন, ওকুফে আরাফা উপলব্ধি করার মাধ্যমে, যা জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন।

জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং গোনাহ মাফ আরাফার দিনের চেয়ে বছরের কোন দিনে ঘটে না। তাই আল্লাহ তাআলা এর পরে পরেই বড় ঈদ নির্ধারণ করেছেন।

২৯- রমাযান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল রমজান শেষ হলে তাকবীর পাঠ আরম্ভ করা। রমাযানের শেষ দিনে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ঈদের রাতের শুরু থেকে ঈদের নামায শেষ হওয়া

([1]) বুখারী (২০২৬), মুসলিম (১১৭২)।

([2]) মুসলিম (১১৬৭)।

([3]) আবুদাউদ (১৬০৯), আরনাঊত এটিকে হাসান বলেছেন।

([4]) দেখুন ফাথুল বারী লেই বনে রাজাব, হাদীস (৪৫)।

পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে। আল্লাহ তাকে এই ইবাদত করতে সাহায্য করেছে এবং মাসের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তাই তার শুকরিয়া আদায় করবে।

তাকবীরে শব্দ হলঃ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।

তাই নারী-পুরুষ ঘরে-বাইরে তাকবীর পাঠ করে। পুরুষরা উচ্চস্বরে বলে, এবং মহিলারা পুরুষদের উপস্থিতিতে ধীর কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করে। উম্মু 'আতিয়্যাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ('ঈদের দিন আমাদের বের হবার আদেশ দেয়া হত। এমন কি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল হতে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা তারা আশা করত) [1]।

ইমাম ঈদের সালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছয় তাকবীর দিবে। এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিবে।

দুই ঈদের তাকবীরের মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত রয়েছে, আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর মহিমান্বিত ও অধিকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এবং এটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আল্লাহ সবচেয়ে চেয়ে মহান, তিনি তাঁর সত্তায় মহান, তাঁর গুণাবলীতে মহান এবং তিনি মুসলমানদের উপর তাঁর অধিকারের ক্ষেত্রে মহান, যার মধ্যে রয়েছে রমযানের রোযা ও হজ। তাই মুসলমানরা তা পালন করার জন্য একত্রিত হয়। অতঃপর তারা দুই ঈদের জন্য একত্রিত হয় এবং তাদের শত্রুর সামনে তাদের ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

৩০- রমযান মাসের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত। কেননা; প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ১০ গুণ করে দিয়ে থাকেন। এই হিসাবে রমযান মাসে এক মাসের রোযা ১০ গুণ হয়ে তিন শ দিনের সমান হয়। ছয় দিনের রোযা ৬০ দিনের সমান হয়। এইভাবে ৩৬০ দিনের সমান হয়। আর চান্দ্র মাস হিসেবে তিন শ চুয়ান্ন বা তিন শ পঞ্চান্ন দিনে এক বছর হয়।

আবূ আইয়্যুব আল আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (রমযান মাসের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত)[2]।

এগুলি রমজান রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্য, যা মুসলমানের তার রোযার সময় জানা এবং মনে রাখা উচিত, যাতে তাকে বিশ্বাসে এবং প্রত্যাশায় রোজা রাখতে সহায়তা করে।

তাহলে জেনে রাখুন - আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি

([1]) বুখারী (৯৭১), শব্দটি তারই, মুসলিম (৮৯০)।

([2]) মুসলিম (১১৬৪)। আবূ আইয়্যুব আল আনসারী (রাযিঃ) থেকে।

মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন । হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও)।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত কর এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য ।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের রমজান মাসে।